চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১২.১.২০২৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চট্টগ্রামকে ঢেলে সাজাতে চাই: মেয়র ডা. শাহাদাত

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চট্টগ্রামকে একটি নিরাপদ, উন্নত শহরে পরিণত করতে চট্টগ্রাম শহরকে ঢেলে সাজাতে চান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শুক্রবার মোটেল সৈকত হল প্রাঙ্গণে এ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব গভঃ হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি হিসেবে বক্তৃতায় এ মন্তব্য করেন তিনি। এদিন চট্টগ্রাম মহানগরীতে এলামনাই এসোসিয়েসন অফ হাজী মো: মহসিন কলেজ আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এবং বিজিএমইএ সহায়ক কমিটি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সদস্য এমডি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চট্টগ্রামকে একটি নিরাপদ উন্নত শহরে পরিণত করতে সব সংস্থাকে এবং নাগরিকদের সাথে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরকে ঢেলে সাজাতে চাই। এক্ষেত্রে আপনাদের সহায়তা প্রয়োজন। আপনারা আমাকে সহায়তা করতে পারেন সচেতন আচরণের মাধ্যমে। নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। আমি নিজে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা কাজ করছে কিনা তা দেখছি। আপনারা খান-নালায় ময়লা ফেলবেন না যথা স্থানে ময়লা ফেলুন। ইনশাল্লাহ আপনাদের সহযোগিতা সাথে নিয়ে আমি এ নগরীকে ক্লিন সিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব। আমি আমাদের শিক্ষা বিভাগেও কীভাবে উন্নতি করা যায় তা নিয়েও কাজ করছি। বিভিন্ন সেবা সংস্থার সাথে বসে সমন্বয়হীনতা কাটানোর চেষ্টা করছি। আমি ৪১ টি ওয়ার্ডে খেলার মাঠের সুবিধা তৈরির করার চেষ্টা করছি। ঋণগ্রস্ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে দায়মুক্ত করতে হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ানোর পরিবর্তে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং দুর্নীতি বন্ধের চেষ্টা করছি। নগরবাসীর সহায়তা চেয়ে মেয়র শাহাদাত বলেন, জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ হচ্ছে নালানর্দমা অপরিষ্কার থাকা। একটা জিনিস মনে রাখবেন, আমি হাজার হাজার কোটি টাকা জলাবদ্ধতা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং মশা মারার জন্য যদি খরচ করে যদি জনগণকে সচেতন করতে না পারি তখন এই নগরকে আপনি সুন্দর রাখতে পারবেন না। এজন্য আপনাদের সহায়তা প্রয়োজন। এ শহর আমার-আপনার সবার। ময়লা যথাস্থানে ফেলুন। প্রতি তিনদিনে ঘরে জমে থাকা স্বচ্ছ পানি ফেলে দিন। আসুন সবাই মিলে ডেঙ্গুর আতঙ্কমুক্ত থাকি। অনেক এলাকার রাস্তাঘাটের অবস্থা ভাঙা দেখেছি। মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। যেসব রাস্তাঘাট জনদুর্ভোগের কারণ হচ্ছে সেগুলো দ্রুত মেরামত করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠনটি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ কামরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আহমেদ উল আলম চৌধুরী রাসেল। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবিকে মহিউদ্দিন শামীম, কামরুল মেহেদি, আশরাফুল আনোয়ার হীরন, রাজিউর রহমান সেন্টু, জিয়া উদ্দিন খালেদ প্রমুখ। তাঁরা দুই এলামনাইয়ের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাদের সফলতা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হবে বলে মত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অতিথিরা অংশ নেন।

চান্দগাঁও থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফ খানের স্মরণ সভায় ডা. শাহাদাত হোসেন
চট্টগ্রামে রাস্তার নিচে যাবে তারের জঞ্জাল

চট্টগ্রাম নগরীতে পরিচ্ছন্ন ভাব আনতে মাথার ওপর থেকে তারের জঞ্জাল সরানো হবে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, মাথার ওপর ঝুলে থাকা বিভিন্ন তারের জঞ্জাল সরিয়ে রাস্তার নিচে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। যাতে একটা পরিচ্ছন্নতা ভাব আসে।তিনি বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর উত্তর চান্দগাঁও চৌধুরী পাড়া এলাকায় শরীফ খান স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে চান্দগাঁও থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মরহুম শরীফ উদ্দিন খানের স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
শরীফ খান স্মৃতি সংসদের সভাপতি ইফতেখার হোসেন খান আজাদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল আফছারের পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আবু সুফিয়ান। শরীফের খানের স্মরণে বাড়ির রাস্তা তাঁর নামে করা হবে জানিয়ে চসিক মেয়র বলেন, শরীফ খানের স্মরণে তাঁর বাড়ির রাস্তা 'শরীফ খান রোড' হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। কারণ তাঁর একটা স্মৃতি থাকা উচিত। এসব তৃণমূল নেতাকর্মীর অনেক অবদান আছে। বিগত ১৮ বছর নেতা কর্মীরা রাজপথে যুদ্ধ করেছে, মামলা খেয়েছে, জেল নির্যাতনের শিকার হয়েছে। চসিকের সকল পরিচ্ছন্নকর্মীদের মনিটরিংয়ের কথা জানিয়ে ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, প্রতিটি পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কর্মচারীদের আমি হাজিরা নিচ্ছি। তাদের সরব উপস্থিতি আছে কিনা, তারা আপনাদের সার্ভিস দিচ্ছে কিনা, কারণ তারা তো টাকা নিচ্ছে। যেহেতু টাকা নিচ্ছে তারা আপনাদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং মশা মারার যে স্প্রে সে কাজগুলো তারা করছে কিনা, এই মনিটরিংটা আপনাদের করতে হবে। এসব মনিটরিং না হলে তারা ফাঁকিবাজি করবে।

তিনি আরো বলেন, যেহেতু গত সরকারের আমলে অনেককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তারা রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ পেয়েছে। তাই তারা হয়তো বা কাজ নাও করতে পারে। এজন্য প্রত্যেকটি জায়গায় জনগণের সামনে তাদের দাঁড় করাচ্ছি। যাতে জনগণ বলে, পরিচ্ছন্নকর্মীরা কাজ করছে অথবা কাজ করছে না। আর কাজ না করার অভিযোগ পেলে আমি পরিবর্তন করে দিচ্ছি। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা আমাকে এ সহযোগিতা করবেন। বর্জ্য অপসারণ প্রকল্পের কথা জানিয়েছে মেয়র বলেন, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করেছে একটি বর্জ্য অপসারণ প্রকল্পের জন্য। এ বর্জ্য রিসাইক্লিং প্রসেসে জৈব স্যার, বায়ু গ্যাস অথবা বিদ্যুৎ হবে। এ ধরনের কিছু প্রজেক্ট আমরা হাতে নিচ্ছি, এক দুই বছর সময় লাগবে। কিন্তু একটা পার্মানেন্ট সলিউশন হবে। ওই ময়লা একটা সম্পদে পরিণত হবে। যেখানে ময়লা থাকবে সেখান থেকে কুড়িয়ে ওই জায়গায় নেওয়া হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আবু সুফিয়ান বলেন, শরীফ খানের অকাল মৃত্যু ছিল আমাদের জন্য ভীষণ কষ্টের। বিএনপির রাজনীতিতে তিনি ছিলেন একজন ত্যাগী ও নিবেদিত প্রাণ নেতা। বৃহত্তর চান্দগাঁও এলাকায় দলকে সুসংগঠিত করতে শরীফ খান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার একদফার আন্দোলনে সাহসী নেতৃত্ব দিয়েছেন। শরীফ খান ছিলেন দল অন্তঃ প্রাণ নেতা। চট্টগ্রামে বিএনপির রাজনীতিতে শরীফ খান চিরস্বরণীয় হয়ে থাকবেন। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি ও সাবেক কাউন্সিলর মাহবুব আলম, নাজিম উদ্দীন আহমেদ, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন লিপু, গাজী মো. সিরাজ উল্লাহ, চান্দগাঁও থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন ভুইয়া, বিভাগীয় শ্রমিকদলের সি. সহ সভাপতি ইদ্রিছ মিয়া। বক্তব্য রাখেন শরীফ খান স্মৃতি সংসদের সহ সভাপতি এসকান্দর চৌধুরী, মাসুদ পারভেজ চৌধুরী, আলমগীর চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক কফিল উদ্দিন চৌধুরী শুক্কুর, জসীম চৌধুরী, আজম চৌধুরী মানিক, বিএনপি নেতা চালামত আলী, মহানগর যুবদলের সাবেক সহ সভাপতি ম হামিদ, সহ সাধারণ সম্পাদক জমির আহমদ মানিক, চান্দগাঁও থানা যুবদলের সাবেক আহবায়ক গোলজার হোসেন প্রমূখ।

জুলাই বিপ্লবে প্রতিটি শহীদ পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা দেবে চসিক

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, এই চট্টগ্রাম শহর শুধু আমার একার নয়। সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাকে পরিছন্ন একটি গ্রিন সিটি, ক্লিন ও হেলদি সিটি চট্টগ্রামবাসিকে উপহার দেব। উপদেষ্টা মহোদয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে জুলাই বিপ্লবে প্রতিটি শহীদ পরিবারকে ১ লাখ টাকা করে অনুদান দেব। চট্টগ্রামের প্রথম শহিদ ওয়াসিমের নামে একটি পার্ক করার ঘোষণা দিয়েছি। তিনি শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নগরীর কাজীর দেউরী মোড়ে চট্টগ্রাম জেলা নির্মান শ্রমিক ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি (রেজিঃ নং-২২১৩) আয়োজিত আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম জেলা নির্মান শ্রমিক ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক জিয়া উদ্দিনের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক আবুল হাশেম বক্বর।ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে। তবে এখানে তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা রয়ে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যত বেআইনি অস্ত্র ও অবৈধ ব্যক্তির কাছে বৈধ অস্ত্র আছে সব উদ্ধার করতে হবে। আরা যত সন্ত্রাসী আছে তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। আমি বলতে চাই, চট্টগ্রাম একটি সুন্দর পরিছন্ন নগরীর পাশাপাশি একটি নিরাপদ শহরে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ। শ্রমিকদের দাবির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুর্ঘটনায় নির্মাণ শ্রমিকরা যদি মারা যায় তাহলে যে জায়গায় নির্মাণ শ্রমিকরা কাজ করছে তাদের পারিবারিক সহযোগিতার জন্য আমরা সহায়ক হিসেবে কাজ করবো। ভবন মালিক থেকে নিহতের পরিবারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে যেটা করার সেটি আমি করব। একজন শ্রমিকও যেন কোনো ধরণের নির্যাতন, হয়রানি এবং জুলুমের শিকার না হয় এ দায়িত্ব আমাদের। প্রধান বক্তার বক্তব্যে আবুল হাশেম বক্কর বলেন, নির্মাণ কাজটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এ শিল্পের সঙ্গে লাখ লাখ নির্মাণ শ্রমিক জড়িত। নির্মাণ শ্রমিকরা নিরাপত্তাহীনতার মাঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। অথচ শ্রমিকদের দেখভালের দায়িত্ব সংশ্লিষ্টরা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছেন।অন্যদিকে কর্মস্থলে অতি মুনাফালোভী মালিকরা নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যবহার না করে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। তিনি নির্মাণ শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবিগুলো মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মহানগর বিএনপির সাবেক সহ সাধারন সম্পাদক সাহেদ বক্স, কোতোয়ালী থানা বিএনপির সভাপতি মনজুর রহমান চৌধুরী, সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব জাকির হো সেন। বক্তব্য রাখেন বাগমনিরাম ওয়ার্ড বিএনপির সাধারন সম্পাাদক হাজী আবু ফয়েজ, জামাল খান ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আবু মহসিন চৌধুরী, দিদারুল ইসলাম, নির্মান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা মো. হাসান, মো. দিদার, শহীদ উল্লাহ, আনোয়ার হোসেন, মো. জুয়েল, মো. জহির, খলিল খান, মো. জাকের, বেলাল হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, বেলাল মেম্বার, মো. জাফর, মো. আলমগীর, মো. ইমরান, মো. মাসুদ প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮